বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

প্রধান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহের প্রাক বাজেট পর্যালোচনা

এপ্রিল, ২০১৭

বাজেট বাস্ড়বায়নের হার (শতাংশে)

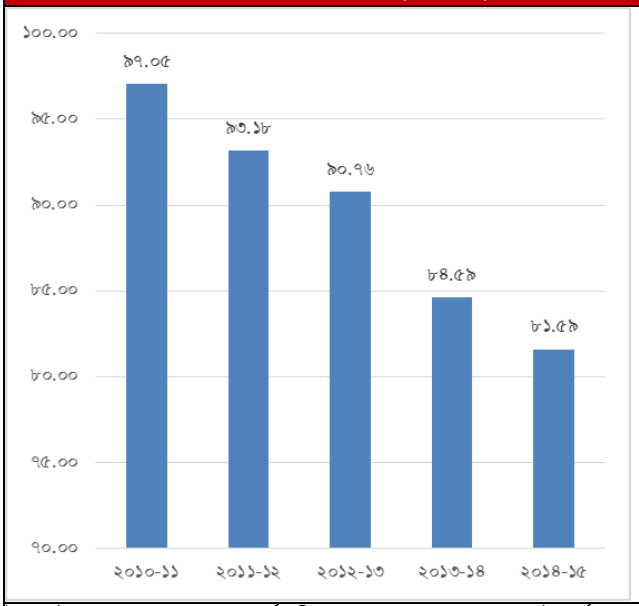

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন (এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ড়)

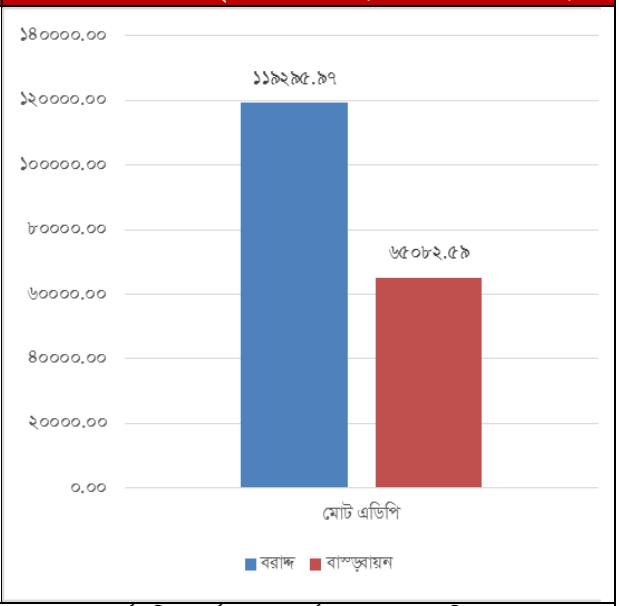

উৎসঃ উন্নয়ন অন্বেষণ, *প্রধান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহের প্রাক বাজেট পর্যালোচনা,* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৪, এপ্রিল ২০১৭

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর মাসিক 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' ২০১৭ এর প্রাক-বাজেট সংখ্যায় দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনীতিতে ঝুঁকি ও দুর্বলতাসমূহ মোকাবেলার উপর গুর"ত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আগামী অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড় প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি সতর্ক করে যে সাম্প্রতিক সময়ে বাজেট বাস্ড়বায়নে সক্ষমতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান অরথবছরেও রাজস্ব আদায় ও ব্যয় বিশেষ করে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় বাস্ড়বায়ন উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্যের তুলনায় প্রকৃত পরিমাণ কম হয়েছে।

একদিকে বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা লক্ষণীয়। অন্যদিকে, সরকারি বিনিয়োগে অদক্ষতা ও গুণগতমান হ্রাসের ফলে প্রকল্পসমূহে বরাদ্দের তুলনায় ব্যয় ক্রমাগত বাড়ছে। তদুপরি, অবৈধ উপায়ে অর্থপাচার অর্থনীতিতে মূলধনগঠন বাধাগ্রস্ড় করছে।

সাম্প্রতিক সময়ের সামাজিক খাতে ব্যয়ের অপর্যাপ্ততা মানব উন্নয়ন ব্যহত করতে পারে। টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তায় অধিক বরাদ্দ বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসী আয়ের হ্রাস ও চলতি হিসাবে ঘাটতির ফলে সৃষ্ট সাম্প্রতিক সময়ে বহিঃখাতের কর্মক্ষমতার অসন্ড়োষজনক পরিস্থিতি সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে প্রতিবছর ব্যাংকগুলোতে পুনঃমূলধন যোগান কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না।

কর্মসুযোগহীন প্রবৃদ্ধি আর্থিক শৃঙ্খলা বাধাগ্রস্ড় করে। তদুপরি, বর্তমান সময়ে দেশে যুব বেকারত্বের আধিক্য জনতাত্বিক সুফল বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ভোগ ব্যহত করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহকে আরও প্রবল করে তুলছে। ফলে উৎপাদনমুখী খাতগুলোতে প্রয়োজনীয় সম্পদ বণ্টনে অদক্ষতা দেখা দেয় যা দেশের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ড় করছে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি এর 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা'র এপ্রিল সংখ্যায় মন্ড়ব্য করে।

বাজেট বাস্ড়বায়নের সক্ষমতা ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে মন্ড়ব্য করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে ২০১০-১১ অর্থবছরের মোট বাজেটের ৯৭.০৫ শতাংশ বাস্ড়বায়িত হয় যা পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে অর্থাৎ ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যথাক্রমে ৯৩.১৮, ৯০.৭৬, ৮৪.৫৯ ও ৮১.৫৯ শতাংশে হ্রাস পায়।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে যে বর্তমান অর্থবছরের প্রথমার্ধে মোট বাজেটের মাত্র ৩৩.৭ শতাংশ বাস্ড়বায়িত হয়েছে। অন্যদিকে, অর্থবছরের দশ মাস অর্থাৎ জুলাই ১৬ থেকে এপ্রিল ১৭ পর্যন্ড় সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) মাত্র ৫৪.৫৬ শতাংশ বাস্ড়বায়িত হয়েছে।

লক্ষমাত্রার বিপরীতে কর রাজস্ব আদায়ের পরিস্থিতি বিশেণ্ডষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারী সময়ে মোট অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ২০৩১৫২ কোটি টাকার বিপরীতে মাত্র ৫৩.৭৯ শতাংশ বা ১০৯২৬৬.৯৯ কোটি টাকা আদায় হয়।

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত আদায় কম হবে মন্তব্য করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে, মোট লক্ষ্যমাত্রা ২৪২৭৫২ কোটি টাকার বিপরীতে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রাজস্ব আদায়ের প্রকৃত পরিমান ৮২৯৮৭.৫৭ কোটি টাকা হয়েছে যা মোট লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩৪.১৯ শতাংশ। উলেণ্ডখ্য, এই হার গত অর্থবছরের একই সময়ে ৩৭.০৫ শতাংশ ছিল।

সরকারি ব্যয় বাস্তবায়নের অসন্তোষজনক প্রবণতার দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মোট লক্ষ্যমাত্রা ৩৪০৬০৫ কোটি ও ১১০৭০০ কোটি টাকার বিপরীতে অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে মোট ব্যয় ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাস্ড়বায়নের পরিমাণ যথাক্রমে ১১৪৭৩০ কোটি ও ৬৫০৮৩ কোটি টাকা হয়েছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আরও দেখায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে অনুন্নয়ন ব্যয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ ছিল।

বর্তমান অর্থবছরের প্রারম্ভিকে বাজেট ঘাটতির বৃদ্ধির চিত্র প্রকাশ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' বলে যে অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে বাজেট ঘাটতি ৩৯১০ কোটি টাকা হয় যা জিডিপি'র ০.২ শতাংশ যদিও গত অর্থবছরের একই সময়ে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ২৩০০ কোটি টাকা বা জিডিপি'র ০.১৩ শতাংশ ছিল। এদিকে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে মোট বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ১৫৯৮০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৮ শতাংশ) যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ১৭৪০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০ শতাংশ) ছিল।

অন্যদিকে, বর্তমান অর্থবছরের প্রথম সাত মাস অর্থাৎ জুলাই-জানুয়ারি সময়ে বৈদেশিক সহায়তার পরিমান পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ১৭৫৪.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪৬৪.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। এর অন্যতম কারণ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক অনুদানের পরিমানে ব্যপক হ্রাসের কথা উলেণ্ঢখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক অনুদানের পরিমান ৪৫.০৩ শতাংশ কমেছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহে হ্রাসমান প্রবণতার দিকে নির্দেশ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' প্রকাশ করে যে গত অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৬.০৩ শতাংশ কমে গিয়ে ১০২৮৭.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়। বার্ষিক ভিত্তিতেও রেমিট্যান্স প্রবাহে হ্রাসমান প্রবণতা লক্ষ্য করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে এপ্রিল ২০১৬ এর তুলনায় এপ্রিল ২০১৭-এ রেমিট্যান্স প্রবাহ ৮.২৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবারগুলোর ভোগব্যয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা খরচের একটি বড় অংশের অর্থায়ন হয় পরবারগুলোর সদস্যদের পাঠানো রেমিট্যান্স থেকে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ের রেমিট্যান্স প্রবাহে যে হ্রাসমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে তা বিদ্যমান থাকলে গ্রামীণ পরিবারগুলোর আর্থসামাজিক অবস্থার অবনতি হতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' আশংকা প্রকাশ করে।

এদিকে চলতি হিসাবে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম সাত মাস অর্থাৎ জুলাই-জানুয়ারি সময়ে ০.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় যা প্রধানত বাণিজ্য ঘাটতি ও সেবা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত হিসাব থেকে আয় হ্রাসের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। বহিঃখাতের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে রপ্তানি বৈচিত্রকরণ অপরিহার্য বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' উলেণ্ঢখ করে।

বর্তমান অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) বাস্ড়বায়নের অসন্ড়োষজনক চিত্র তুলে ধরে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে এই সময়ে সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত এডিপি'র ৫৯.৮৪ শতাংশ বাস্ড়বায়িত হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময় সেতু বিভাগের বরাদ্দকৃত এডিপি'র মাত্র ৩৭.৮৬ শতাংশ বাস্ড়বায়িত হয়।

অন্যদিকে, বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা লক্ষণীয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২২.০৭ শতাংশ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২১.৭৮ শতাংশে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, সরকারি বিনিয়োগে ক্রমবর্ধমান হার লক্ষণীয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট জিডিপি'র ৬.৮২ শতাংশ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.৬ শতাংশ হয়। উভয় দিকে বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলছে যে, বর্ধিত সরকারি বিনিয়োগ অর্থনীতিতে বেসরকারি বিনিয়োগ সম্প্রসারণে সহায়ক হচ্ছে না।

সেই সঙ্গে অবৈধ উপায়ে মূলধন পাচারের কারনে অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত মূলধন গঠনের অভাব রয়েছে ফলে বিনিয়োগেও স্থবিরতা বিরাজমান। গেণ্ঢাবাল ফাইনানশিয়াল ইন্টিগ্রিটি'র সর্বোচ্চ প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালে প্রতিবছর গড়ে ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশ থেকে অবৈধ উপায়ে পাচার পাচার হয়েছে। সর্বশেষ উপাত্ত অনুযায়ী শুধুমাত্র ২০১৪ সালে ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে।

উচ্চ ঋণ খেলাপির হারের ফলে সৃষ্ট মূলধন ঘাটতি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অকার্যকারিতা ব্যাংকিং খাতে প্রাতিষ্ঠানিক ভঙ্গুরতাকে তীব্রতর করছে মন্ড়ব্য করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' সতর্ক করে বলে যে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি ব্যতীত সাধারন জনগণের করের টাকায় রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে মূলধন যোগান দেওয়া হলে পুনরায় এই খাতে আর্থিক লুট ও কেলেঙ্কারি বৃদ্ধি পাবে।

সামাজিক খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষিন এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে উলেণ্ঢখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আশংকা প্রকাশ করে যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে অপর্যাপ্ত ব্যয় মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ড় করতে পারে।

উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ কম থাকার ফলে স্বাস্থ্য খাতে 'আউট অফ পকেট ব্যয়' বেড়ে যাবে মন্ড়ব্য করে উন্নয়ন অন্বেষণ দেখায় যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে উক্ত খাতে উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্দ মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ৯.৭ শতাংশ ছিল যা হ্রাস পেয়ে ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যথাক্রমে ৮.৭ শতাংশ, ৭.৫ শতাংশ, ৬.৮ শতাংশ, ৫.৩ শতাংশ, ৫.৩ শতাংশ, ৫.৪ শতাংশ, ও ৫.৫ শতাংশ হয়।

শিক্ষা খাতে উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের অস্থিতিশীল প্রবণতার দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে উক্ত খাতে উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্দ মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ১৩ শতাংশ ছিল যা ২০১১-১২ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ১২.৩ ও ১২.৪ শতাংশে হ্রাস পায় এবং বর্তমান অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.৩ শতাংশ হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের হ্রাসমান ধারার দিকে দৃষ্টি দিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে উক্ত খাতে উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্দ মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ৫.৪ শতাংশ ছিল যা ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যথাক্রমে ৫.৩ শতাংশ, ৪.৫ শতাংশ, ৪.৭ শতাংশ, ৪.৫ শতাংশ, ৩.৮ শতাংশ, ও ৩.৪ শতাংশ হয়।

শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত বিশেণ্ঢষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০০০-২০১০ সময়ে বেকার জনসংখ্যা বার্ষিক ৫.২৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেকার লোকসংখ্যা ২০০০ সালের ১.৭ মিলিয়ন থেকে ২০১০ সালে ২.৬ মিলিয়ন হয় যেখানে ১০.৬ মিলিয়ন লোক দিনমজুর হিসেবে কাজ করে যাদের কাজের নিশ্চয়তা নেই।

আয় বৈষম্যের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষার সুযোগে বৈষম্য, বহুমাত্রিক দরিদ্রতা, ও বেকারত্ব বিশেষ করে যুব বেকারত্ব (বর্তমানে দেশে ১৫-২৪ বছর বয়সী তর"ণ-তর"ণীদের ৯.১ শতাংশ বেকার) দেশে অর্জিত উন্নয়নকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতে পারে বলে উন্নয়ন অন্বেষণ আশংকা প্রকাশ করে।

'উন্নয়ন অন্বেষণে' উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বর্তমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিমুখীন প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ, ভ্যাটের তুলনায় আয়কর থেকে অধিক রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে কর ভিত্তি বৃদ্ধি, আর্থিক খাতে প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার, ব্যবসায়িক আস্থা পুনর"দ্ধারের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কার্যকরি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সৃষ্টি করার উপর গুর"ত্ব আরোপ করে।